2

দৈনিক সংবাদ

17.MAY 1995.
পৃষ্ঠা 2 কলাম 1

কৃষি কলেজের ছাত্রদের প্রাপ্ত সার্টিফিকেট প্রসঙ্গে

বাংলাদেশে তিনটি কৃষি কলেজ রয়েছে যা বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের এফিলিয়েটেড। এই কলেজসমূহের ছাত্ররা হুবহু বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্টিফিকেট পায় অর্থাৎ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ছাত্রের সার্টিফিকেট ও কৃষি কলেজের একজন ছাত্রের সার্টিফিকেট–এর মধ্যে কোনই পার্থক্য খুঁজে পাওয়া যায় না, যা কোনক্রমেই ঠিক না। কারণ, বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট; স্ট্যান্ড করা ছাত্ররা শিক্ষক হয় এবং পরবর্তীকালে ডক্টরেট ডিগ্রি নেন। অন্যদিকে কৃষি কলেজগুলোতে অধিকাংশ সেকেন্ড ক্লাসধারী ছাত্ররা শিক্ষক হয় এবং তাদের শতকরা একজনও ডক্টরেটধারী হয় না। সুতরাং একজন ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট ও ডক্টরেটধারী শিক্ষকের ছাত্র ও একজন নন ডক্টরেটধারী সেকেন্ড ক্লাসধারী শিক্ষকের মধ্যে পার্থক্য অনেক। এছাড়া কৃষি কলেজগুলোতে এক বছর দেরিতে ভর্তি পরীক্ষা হওয়ায় এবং সেখানে কোটা সিস্টেম থাকায় কলেজগুলোতে অনেক অযোগ্য ছাত্র ভর্তি হয়। তাছাড়া ব্যাকডোর তো রয়েছেই। আবার সেখানে নকল ও সাময়িক পরীক্ষাতে মার্ক বেশি দেয়া, প্রশ্নপত্র ফাঁস করাতো নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। গত জানুয়ারি মাসে ঢাকা কৃষি কলেজে নকল ধরার অপরাধে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রবীণ শিক্ষককে লাঞ্ছিত করা এবং দিনাজপুর কৃষি কলেজের পাসের দাবিতে সব শিক্ষককে তালাবদ্ধ করে আটকে রাখা তার স্পষ্ট প্রমাণ। তদুপরি তারা কৃষি কলেজের ছাত্র এটাতো মিথ্যা নয়। তাছাড়া বিশ্ববিদ্যালয় তার সাথে কলেজের তুলনাই চলে না। তাই একই প্রশ্নপত্রে পরীক্ষা হলেও তাদের সার্টিফিকেটে তারা কোন্ কলেজ হতে পাস করেছে তা লেখা থাকা অবশ্যই উচিত। তা না হলে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার কোন যুক্তি থাকে না। আমরা যারা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় হতে পাস করেছি এটা তাদের একান্ত দাবি। এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

কৃষিবিদ জামাল হোসেন
লালবাগ রোড, ঢাকা–১২১১।